

কলযিুগরে কছি বশিষ্টি বশৈষ্টি

কলযিুগরে কছি বশিষ্টি বশৈষ্টি

ঋষি মার্কন্ডেয়ে, মহাভারতে কলযিুগরে কছি বশিষ্টি বশৈষ্টি প্রকাশ করছেন যমেন:-

1. কলযিুগে বশৈরিভাগ (99.99 %) নারীদরে সতীত্ব, সততা ও সত্য থাকবে না।
2. শাসকরা প্রজাদরে সুরক্ষা দেবে না বরং তারা বিপজ্জনক এবং ভয়ঙ্কর বলে বিবেচনা হবে।
3. কাম ও লোভ এবং কামে বাধা পাইয়া ক্রোধ সাধারণ প্রবণতা হবে।
4. শুধুমাত্র স্বার্থের কারণে কোন ধর্ম-অধর্ম বিচার না করে মানুষ একে অপরকে হত্যা করবে।
5. কারো সামনে শপথ / প্রতিজ্ঞা / প্রতিশ্রুতি / কাহাকেও কথা দেওয়ার কোনো মূল্য থাকবে না।
6. নশোজাতীয়, পানীয় ও মাদকরে প্রতি আসক্তি একটি সাধারণ উন্মাদনায় পরিণত হবে।
7. বশৈরিভাগ (99.99 %) নারীরা বিবেকগত ভাবে & চরিত্রগতভাবে & নৈতিকভাবে এবং মানুষ জীবনরে মূল উদ্দেশ্য রূপ দায়িত্ব-কর্তব্যকর্ম বোধগত ভাবে পুরুষরে চেষ্টে বশৈকি লুপ্তি হবে। বশৈরিভাগ (99.99 %) নারীরা জ্ঞান-বুদ্ধি থাকুক বা না থাকুক- সবকছিকে নিজরে অনুসারে সবকছি পরিচালনা করার চেষ্টা করবে।
8. প্রকৃত সাধুদরে সম্মান করা হবে না এবং পরিবর্তে তারা তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, সরল ও ধার্মিক জীবনধারা এবং মূল্যবান শিক্ষার জন্য বারবার বিনা কারণে উপহাস ও অপমানিত হবে।
9. শক্তিশালী প্রভাবে ধর্ম, সত্যবাদিতা, পরিচ্ছন্নতা, সহনশীলতা, দয়া, জীবনরে সময়কাল, শারীরিক শক্তি এবং স্মৃতিশক্তি দিন দিন হ্রাস পাবে।
10. শুধুমাত্র সম্পদই একজন মানুষরে শুভ জন্ম, সঠিক আচরণ এবং সুকৃষ্ণ গুণাবলীর চহিন হিসেবে বিবেচনা হবে। এবং আইন ও ন্যায়বিচার প্রয়োগ করা হবে শুধুমাত্র কৃষ্ণতার ভিত্তিতে।
11. পুরুষ এবং মহিলারা একত্রে বসবাস করবে শুধুমাত্র শারীরিক আকর্ষণরে কারণে এবং নারীত্ব এবং পুরুষত্ব বিচার করা হবে একজনরে যত্নতার দক্ষতা অনুযায়ী।
12. একজন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিতি হবনে কারণ তারা বদে লিখিত ব্রাহ্মণরে দায়িত্ব পালন না করে বরং পতৈ ধারণ পরার কারণে।
13. ব্যবসায় সাফল্য প্রতারণার % উপর নির্ভর করবে।
14. একজন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক মর্যাদা বাহ্যিক প্রতীক(যমেন সাধক, নপুণ ভক্ত, পণ্ডিত ইত্যাদি) শুধুমাত্র বাহ্যিক চহিন অনুসারে নির্ণয় করা হবে" যমেন রুদ্ধাক্ষ বা তুলসী মালা, তলিক (কপালে একটি চহিন), □---সাধুতা বিচার করা হবে শুধু বাহ্যিক পোশাক & মালা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে।
15. একজন ব্যক্তি যোগ্যতা নযি়ে গুরুতরভাবে প্রশ্নবদ্ধ হবে যদি সে ভাল জীবিকা অর্জন না করে। আর কথার চলচাতুরিতে খুব চতুর সে একজন বদিগ্ধ পণ্ডিত বলে বিবেচনা হবে।
16. একজন ব্যক্তির জীবনকে ধন্য সার্থক জীবন বলা হবে যদি তার কাছে অনৈতিক পথে উপার্জন অর্থ এর পরিমাণ বেশি থাকে, এবং তার অনৈতিক , অন্যায়, অধর্ম, ভন্ডামি,লোকদেখানো পরোপকার রূপিকর্মকে পুণ্য এবং প্রকৃত কর্ম হিসাবে গ্রহণ করা হবে।

17. শুধুমাত্র মটাকি চুক্তরি মাধ্যমে কাগজে লেখা চুক্তরি মাধ্যমে বিবাহের ব্যবস্থা করা হবে; বিবাহের বন্ধনকে নৈতিক মূল্যবোধ এবং একটি সঠিক বৈদিক অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন হবে না।
18. শাস্ত্রের শটচ অবস্থাকে বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা (উদাহরণস্বরূপ একটি স্নান-বা বাইরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্ত্র) মহাপবিত্রতার নির্দেশন এর সম্পূর্ণতাকে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।
19. নতি-অনতি ববিকে বচিার, বৈদিক অনুশাসন, প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞান, চিন্তার বিশুদ্ধতা বা জীবনযাপন পদ্ধতিতে করার প্রয়োজন হবে না। আধ্যাত্মিক বিষয়ের কোন গুরুত্ব থাকবে না □ তথাকথিত শ্রম সন্ধ্যাসী, সাধু ও ব্রাহ্মণদের ঘরেও নৈতিকতা থাকবে না □- ধর্ম ও দয়ার কোন কর্ম থাকবে না।
20. ভগবান কৃষ্ণ ব্রহ্মপুরাণে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, "কলযুগ - আদর্শ ও মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষের জন্য চরম কষ্টে পূর্ণ হবে"।
- কলযুগের এই সব দোষগুলি প্রকৃত মানুষের জীবনযাত্রাকে খুব অবাঞ্ছিত করে তোলে, তবে এই যুগের একটি বড় গুণ রয়েছে যা কলযুগের সমস্ত ত্রুটিগুলি পূরণ করে। যমেন ভাগবত বলেছেন- □---সেই গুণটি হচ্ছে "শুধুমাত্র প্রেমময়, মানসিক স্মরণের সাথে নতি-অনতি বচিারের সাথে বৈদিক অনুশাসন পালন এবং গুরু প্রদত্ত ইস্টমন্ত্র / ঐশ্বরিক নাম জপ করার মাধ্যমে বা গুরুদত্ত সাধনার মাধ্যমে, যে কেউ জড় জগতের জন্ম-মৃত্যু রূপি ভবসমুদ্র অতিক্রম করতে পারে এবং সেই মুহুর্ত থেকে অনন্তকালের জন্য ঐশ্বরিক বাসস্থান অর্জন করতে পারে" এবং যা সমস্ত ঐশ্বর লাভ বা মোক্ষলাভ প্রত্যাশীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এই গুণের কারণে মহান পরমহংসরাও এই কলযুগে পৃথিবীতে অবতরণ করতে চান।
- সংশ্লিষ্ট কলযুগে উল্লিখিত সময়ের জন্য ভক্তির করার সুফল
- সত্যযুগে 48 বছর এ নতি-অনতি বচিার সহকারে অখন্ডিত ভাবে বৈদিক অনুশাসন পালনে পশুত্ব ভাবের নাশ হয়. এবং মানুষ ভাবের উদয়. হয়., তারপর আরো 48 বছর পালনে দবে ভাবের উদয়. হয়., তারপর আরো 48 বৎসর পালনে ব্রহ্ম ভাবের উদয়. হয়. - অর্থাৎ 144 বছর অখন্ডিত ভাবে পালনে কোন জীবাত্মা এর মধ্যে ব্রহ্ম ভাব সূচনা হয়. তারপর জীবাত্মা আত্মজ্ঞানের যোগ্যতা লাভ করে
- ত্রতোয়ুগে 36 বছর এ নতি-অনতি বচিার সহকারে অখন্ডিত ভাবে বৈদিক অনুশাসন পালনে পশুত্ব ভাবের নাশ হয়. এবং মানুষ ভাবের উদয়. হয়., তারপর আরো 36 বছর পালনে দবে ভাবের উদয়. হয়., তারপর আরো 36 বৎসর পালনে ব্রহ্ম ভাবের উদয়. হয়. - অর্থাৎ 108 বছর অখন্ডিত ভাবে পালনে কোন জীবাত্মা এর মধ্যে ব্রহ্ম ভাব সূচনা হয়. তারপর জীবাত্মা আত্মজ্ঞানের যোগ্যতা লাভ করে
- দ্বাপর যুগে 24 বছর এ নতি-অনতি বচিার সহকারে অখন্ডিত ভাবে বৈদিক অনুশাসন পালনে পশুত্ব ভাবের নাশ হয়. এবং মানুষ ভাবের উদয়. হয়., তারপর আরো 24 বছর পালনে দবে ভাবের উদয়. হয়., তারপর আরো 24 বৎসর পালনে ব্রহ্ম ভাবের উদয়. হয়. - অর্থাৎ 72 বছর অখন্ডিত ভাবে পালনে কোন জীবাত্মা এর মধ্যে ব্রহ্ম ভাব সূচনা হয়. তারপর জীবাত্মা আত্মজ্ঞানের যোগ্যতা লাভ করে
- কলযুগে 12 বছর এ নতি-অনতি বচিার সহকারে অখন্ডিত ভাবে বৈদিক অনুশাসন পালনে পশুত্ব ভাবের নাশ হয়. এবং মানুষ ভাবের উদয়. হয়., তারপর আরো 12 বছর পালনে দবে ভাবের উদয়. হয়., তারপর আরো 12 বৎসর পালনে ব্রহ্ম ভাবের উদয়. হয়. - অর্থাৎ 36 বছর অখন্ডিত ভাবে পালনে কোন জীবাত্মা এর মধ্যে ব্রহ্ম ভাব সূচনা হয়. তারপর জীবাত্মা আত্মজ্ঞানের যোগ্যতা লাভ করে
- মানুষ জাতির গড় পূর্ণ আয়ু শাস্ত্র অনুসারে:---
 সত্যযুগে মানুষ জাতির গড় পূর্ণ আয়ু = 120 মানব স্টার বছর
 ত্রতোয়ুগে মানুষ জাতির গড় পূর্ণ আয়ু = 108 মানব স্টার বছর
 দ্বাপরযুগে মানুষ জাতির গড় পূর্ণ আয়ু = 96 মানব স্টার বছর

কলযিুগে মনুষ্য জাতরি গড. পূর্ণ আয়ু = 84 মানব সটোর বছর

মনুষ্য জাতরি ধর্মরে আচার আচরণ এর গতবিধি এবং যুগরে প্রভাব অনুযায়ী মনুষ্য জাতরি পূর্ণ আয়ুর গড. আয়ু প্রতিযুগে 10% (10 শতাংশ) করে কমতে থাকে এবং সেই দকিহে সেই যুগরে মানুষদরে পূর্ণ গড. আয়ু ধরা হয়.

(এখানে ব্যতিক্রমী দরে কথা বলা হচ্ছো না কারণ ব্যতিক্রম প্রতি যুগে যুগহে থাকে- এখানে শুধু সর্বসাধারণরে জন্য বলা হচ্ছো)

কলযিুগে নতি্য-অনতি্য বচারি সহকারে অখন্ডতি ভাবে বৈদিকি অনুশাসন পালনে বা ক্রিয়াযোগে যোগসাধনায. বা যো কোন সাধনায. বা যো কোনো ব্রহ্মবদিয়া সাধনায.

জ্ঞানযোগ বা ভক্তযোগ বা তন্ত্র যোগ বা কর্মযোগ বা সোযোগ □- অর্থাৎ

যেকোন প্রকারে সাধনায. □-- যো সময়. লাগে সত্যযুগরে তার চারগুন সময়. লাগে তাই — এক কথায়. বলা যায়. যো এই যুগে ঈশ্বর-উপলব্ধিকরা অন্য যুগরে তুলনায. সবচেয়ে সহজ।

শাস্ত্র অনুসারে 2036 খ্রিস্টাব্দে যো যেনি অক্ষয. তৃতীয়া তথিপিড.বে সেনি থকে আবার বৈসবত মনুর 28 তম দবিযযুগ মন্বন্তররে কলযিুগরে অবসান হয়ে 29তম দবিয যুগ মন্বন্তররে নূতন চারটি যুগরে ক্রমান্বয.কি ধারায়. প্রথম সত্যযুগ শুরু হবে ।

তাই শাস্ত্র এর নিয়ম অনুসারে কলযিুগরে 12 বছররে সাধনায. যো স্থতিলাভ হয়. সেইটি যদি কটে 2036 সালরে পর শুরু করে (29তম দবিয যুগ মন্বন্তররে নূতন সত্যযুগ শুরু হওয়ার কারণে) সেই অবস্থায়. প্রাপ্ত (সম্পূর্ণ অখন্ডতি ভাবে সাধনা করলেও) করতে কমপক্ষে 48 বছর সময়. লাগবে ।

তাই শাস্ত্র এর নিয়ম অনুসারে এই কলযিুগে আমাদের আর 13 -14 বছর সময়. আছে সাধনায. স্থতিলাভ করার জন্য□ কলযিুগকে দেওয়া ভগবানরে অপূর্ব কৃপার সুযোগকে (যো কোন সাধনায. চার গুন কম সময়. এ সাফল্য) কাজে লাগাবার জন্য এই সময়. আমাদের কাছে অতীব দুর্মূল্য□ তাই কারোরই আর এক মুহূর্ত সময়. নষ্ট করা উচতি নয়. । আমরা এই কলযিুগরে অন্তিমি চরণে বাস করছি যদি কটে এই দুর্মূল্য অমূল্য সময়. কটে নষ্ট করে তার মতন দুর্ভাগা আর কটে থাকবে না□- কারণ এই একই সাধনা করতে তার কমপক্ষে 48 বছর অখন্ডতি সময়. লগে যাবে□ আরজে 12 বছর পারনো সো 48 বছর আর কিকরবে এটা অতীব নিজরে নিজরে কাছে সন্দেহরে বিষয.□--- তাই আমাদের কারুরই আর এক মুহূর্ত এই ভগবত প্রদত্ত কলযিুগরে অমূল্য সময়. নষ্ট করা উচতি নয়. ।